বেদান্তসার

1. (Read) বেদান্তের অধিকারী কে? বেদান্তসার অবলম্বনে অধিকারীর বৈশিষ্ট্যগুলি আলোচনা কর। (12) *** 2012

ব্রহ্মবিদ্যা মানবের পরম শ্রেয়: সাধন, কিন্তু এই পরাবিদ্যা সকলের জন্য নয়। অনধিকারীকে এই বিদ্যা দান করলে তা কেবল ঊষর ভূমিতে বীজ বপনের মতো ব্যর্থ হয় না, তা অনর্থেরও সৃষ্টি হয়, তাই শ্রুতি-স্মৃতিতে ব্রহ্মবিদ্যাকে রহস্যবিদ্যা এবং অনধিকারীর নিকট হতে গোপনীয় বলা হয়েছে, অধিকারী নিরূপণের বিষয়টি এই কারণেই বেদান্তে অধিক গুরুত্বপূর্ণ, এখন প্রশ্ন হচ্ছে অধিকারী কে? এর উত্তরে সদানন্দ যোগীন্দ্র বললেন, যে ব্যক্তি বিধি পূর্বক বেদ-বেদান্ত, বেদাঙ্গ যথানিয়মে অধ্যয়ন করে তার অর্থ অনুধাবন করেছেন, যিনি ইহজন্মে ও জন্মান্তরে কাম্য ও নিষিদ্ধ কর্ম বর্জন করে প্রতিদিন নিত্য-নৈমিত্তিক-প্রায়শ্চিত্ত ও উপাসনা কর্মের দ্বারা কল্মষমুক্ত ও নির্মলচিত্ত হয়েছেন; যিনি সাধন চতুষ্টয়ে সম্পন্ন এবং প্রমাতা অর্থাৎ, পরমাত্মাকে উপলব্ধি করেছেন, সেই ব্যক্তি বেদান্ত শাস্ত্রের অধিকারী —

"অধিকারী তু বিধিবদধীত-বেদ-বেদাঙ্গত্বেন আপাততোঽধিগতাখিলবেদার্থোঽস্মিন্ জন্মনি জন্মান্তরে বা কাম্যনিষিদ্ধ-বর্জন পুরঃসরং নিত্য-নৈমিত্তিক-প্রায়শ্চিত্তোপাসনা-নুষ্ঠানেন নির্গত-কল্মষতয়া নিতান্ত-নির্মল-স্বান্তঃ সাধন-চতুষ্টয়-সম্পন্নঃ প্রমাতা।"

এখন অধিকারীর চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যগুলি বিশ্লেষণ করা হচ্ছে ;—

কাম্যকর্ম → স্বর্গ ও অন্যান্য সুখলাভের জন্য বেদে যেসকল যজ্ঞাদি কর্মের উপদেশ করা হয়েছে, সেসকল কর্মই হল কাম্যকর্ম — 'কাম্যানি — স্বর্গাদীষ্টসাধনানি জ্যোতিষ্টোমাদীনি'। যেমন — জ্যোতিষ্টোম, সোমযাগ প্রভৃতি, কাম্যকর্মের ফলে কর্মফল লাভ হয়। আর সেজন্য পুনর্জন্ম লাভ বা গ্রহণ করতে হয়। তাই এটি মুক্তির অন্তরায়, সেজন্য এটি বর্জন করা উচিত।

নিষিদ্ধকর্ম → নিষিদ্ধকর্ম হল নরকাদি অনিষ্ট সাধক কর্ম — 'নিষিদ্ধানি — নরকাদ্যনিষ্ট সাধনানি,' যেমন — ব্রহ্মহত্যা, ভ্রূণহত্যা ইত্যাদি, শাস্ত্র নিষিদ্ধ গর্হিত কর্মকে নিষিদ্ধকর্ম বলে। এগুলিও মুক্তির অন্তরায়, তাই এগুলি বর্জন করা উচিত

Scanned with CamScanner

যে সাধক- নিত্য- নৈমিত্তিক- প্রায়শ্চিত্ত ও উপাসনা কর্মের দ্বারা কল্মষমুক্ত হন, তিনি উপযুক্ত অধিকারী। এখন এগুলি নিয়ে আলোচিত হচ্ছে ;—

নিত্যকর্ম → 'নিত্যানি — অকরণে প্রত্যবায়-সাধনানি সন্ধ্যাবন্দনাদীনি।' অর্থাৎ, যে সমস্ত কর্ম না করলে সঞ্চিত পাপ থেকে যায় কিন্তু করলে কোনো পুণ্য সঞ্চয় হয় না, তাকে নিত্যকর্ম বলে। যেমন - সন্ধ্যা - বন্দনাদি প্রভৃতি।

নৈমিত্তিক কর্ম → যে সকল কর্ম কোনো নিমিত্ত উপলক্ষে করা হয়, তাকে নৈমিত্তিক কর্ম বলে —
'পুত্রজন্মাদ্যনুবন্ধীনি জাতেষ্ট্যাদীনি।' যেমন - পুত্রলাভের জন্য অবশ্যকরণীয় যজ্ঞ, উপনয়ন ইত্যাদি।

প্রায়শ্চিত্ত → যে সকল কর্ম কেবল পাপক্ষয়ের জন্য করা হয়, তাকে প্রায়শ্চিত্ত বলে। যেমন - চান্দ্রায়ণ ব্রত।
'পাপক্ষয়-মাত্র- সাধনানি চান্দ্রায়ণাদীনি।'

উপাসনা → উপাসনা হল শাস্ত্রবিহিত পদ্ধতি ধরে সগুণ ব্রহ্মে মনোনিবেশ করা। যেমন - শাণ্ডিল্য বিদ্যা।
'সগুণ- ব্রহ্ম- বিষয়ক- মানস- ব্যাপার- রূপাণি শাণ্ডিল্য- বিদ্যাদীনি।' মানুষের মন ও বুদ্ধি নির্মল না হলে পরমাত্মাচিন্তা সম্ভব হয় না, এই জন্য নিত্য- নৈমিত্তিক প্রভৃতি কর্মের দ্বারা মনের একাগ্রতা আনা হয়। এটি কেবল সদানন্দের নিজস্ব চিন্তাভাবনা নয়, এবিষয়ে শ্রুতি প্রমাণও আছে —
"তমেতমাত্মানং বেদানুবচনেন ব্রাহ্মণা বিবিদিষন্তি যজ্ঞেন।" স্মৃতিতেও আছে — "তপসা কল্মষং হন্তি।" এইভাবে শ্রুতি ও স্মৃতি সিদ্ধ কর্মের অবান্তর ফল স্বরূপ ও সত্যলোক প্রাপ্তি হয়।

অধিকারী হন চতুষ্টয় সম্পন্ন। এই চারটি সাধন হল — নিত্যানিত্যবস্তুবিবেক, ইহামুত্র ফলভোগ বিরাগ, শমদমাদি সম্পত্তি, মুমুক্ষুত্ব।

নিত্যানিত্যবস্তুবিবেক → একমাত্র ব্রহ্মই নিত্য, তদ্ভিন্ন সবই অনিত্য। এরূপ বিচার অর্থাৎ আত্মজ্ঞানকে নিত্যানিত্যবস্তুবিবেক বলে। এটি অধিকারীর প্রথম সাধন।

ইহামুত্রফলভোগবিরাগ → এটি অধিকারীর দ্বিতীয় সাধন। এক অর্থে নিত্যানিত্যবস্তুবিবেক কারণ, আর সর্ববিধ ফলভোগে বৈরাগ্য তার কার্য [illegible]

Scanned with CamScanner

একমাত্র সত্য এবং অন্যসমস্তকে অনিত্য, অস্থির বলে নিশ্চয় করেছেন তার পার্থিব বা দিব্য কোনো বিষয়েরই প্রতি স্পৃহা থাকে না। বিবেকীই ব্যক্তির দৃষ্টিতে ঐহিক বিত্ত বনিতাদি জন্য সুখ যেমন অনিত্য। সেরূপ পারত্রিক অমৃতাদি বিষয় ভোগও কর্মজন্য হওয়ায় অনিত্য। এই কারণে সকল প্রকার ভোগ হতে তীব্র যে বিরক্তি বা বৈরাগ্য তাকে ইহামুত্রফল-ভোগবিরাগ বলে।

শমদমাদি সাধন সম্পত্তি → বিবেক জ্ঞান বা বৈরাগ্য উদ্ভূত কিন্তু ব্রহ্মজিজ্ঞাসার পক্ষে যথেষ্ট নয়, ঐ বিবেক দীপকে অম্লান রাখতে সাধকের দেহ-মনকে প্রস্তুত করা আবশ্যক। সে জন্যই শম-দমাদির অভ্যাস কর্তব্য। শম, দম, উপরতি, তিতিক্ষা সমাধি ও শ্রদ্ধা — এই ছয়টি সাধনসম্পত্তি রূপে প্রসিদ্ধ। আত্মাবিষয়ক শ্রবণ মননাদি ছাড়া অন্য বিষয় হতে মনের নিবর্তনকে শম বলে, অনাত্মা বিষয় হতে বাহ্যেন্দ্রিয়ের নিবৃত্তি হচ্ছে দম, নিগৃহীত ইন্দ্রিয়ের সমূহের অনাত্ম বিষয় হতে আত্যন্তিক নিবৃত্তির নাম উপরতি। শীতোষ্ণ প্রভৃতি বিপরীত অবস্থায় সমভাবকে বলে তিতিক্ষা, আত্মাতেই চিত্তের একাগ্রতা সম্পাদনকে বলে সাধন। গুরুর উপদেশ এবং বেদান্তাদি বাক্যে বিশ্বাসকে বলে শ্রদ্ধা। এই ছয়টি ব্রহ্মজিজ্ঞাসার অন্তরঙ্গ সাধন।

মুমুক্ষা → মুক্তির ইচ্ছাই হল মুমুক্ষত্ব। এটি অন্তিম সাধন। শম-দমাদি থাকা সত্ত্বেও যদি ভববন্ধন হতে মুক্ত হবার ইচ্ছা জাগ্রত না হয়, তাহলে তার কাছে এই বেদান্তশাস্ত্র অর্থহীন। সুতরাং অধিকারীর পক্ষে মুমুক্ষা বা মুক্তির ইচ্ছা থাকা আবশ্যক।

এই সমস্ত চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য সম্পন্ন ব্যক্তি যদি পরমাত্মার উপলব্ধিতে চেষ্টা করেন, তবে তিনিই বেদান্তের অধিকারী। সদানন্দ নিজের বক্তব্যের সমর্থনে শ্রুতি ও স্মৃতির প্রমাণ উল্লেখ করেছেন। "শান্তঃ দান্তঃ" ইত্যাদি শ্রুতিতে এটিই স্বীকার করা হয়েছে। স্মৃতিতেও আছে —

"প্রশান্ত-চিত্তায় জিত ইন্দ্রিয়ায় প্রক্ষীণ-দোষায় যথা উক্ত-কারিণে,
গুণ-অন্বিত-অনুগতায় সর্বদা প্রদেয়ম্ এতত্ সকলম্ মুমুক্ষবে।।"

এইভাবে সদানন্দ যোগীন্দ্র অধিকারীর চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য আলোচনা করেছেন।

Scanned with CamScanner

সুখ্যাতি ও অভিমত। ... সদানন্দযোগীন্দ্রের

৫) সদানন্দ যোগীন্দ্র অনুসারে অধ্যারোপের বিশদ পরিচয় দাও, এপ্রসঙ্গে বস্তু ও অবস্তু শব্দ দুটির ব্যাখ্যা করো।

অধ্যাস অর্থই ভ্রম, একেতে অপরের আরোপ মাত্র। একের ধর্ম অন্যত্র উপস্থাপিত করাকেই আরোপ বলা হয়। এই আরোপের আর একটি নাম বেদান্ত শাস্ত্রে দেওয়া হয়েছে অধ্যাস। অধ্যাস বা অধ্যারোপের একাধিক লক্ষণ করা হয়েছে। এই সব লক্ষণে শব্দ প্রয়োগের ক্ষেত্রে কিছু কিছু ইতরবিশেষ থাকলেও সব লক্ষণে এটি স্বীকার করা হয়েছে যে, যে বস্তুটি যা নয় তাতে তার আরোপই অধ্যারোপ, অধ্যারোপের স্বরূপ প্রসঙ্গে গ্রন্থকার বলেছেন "অসর্পভূতায়াং রজ্জৌ সর্পারোপবৎ বস্তুন্যবস্ত্বারোপঃ অধ্যারোপঃ" অর্থাৎ অসর্পভূত রজ্জুতে যেমন সর্পের আরোপ তেমন বস্তুতে অবস্তুর আরোপকে অধ্যারোপ বলে। রজ্জু সর্প নয়, তথাপি রজ্জুতে সর্পের আরোপ হয়ে থাকে। রজ্জু ও সর্পের মধ্যে যে পার্থক্য সেই পার্থক্যকে যখন গ্রাহ্য করা হয় না, তখনই রজ্জুতে সর্পের আরোপ হয়ে থাকে। মূঢ় জীব অজ্ঞান বশে এক বস্তুকে অন্য রূপে গ্রহণ করে থাকে।

এখন একটি অত্যন্ত প্রাসঙ্গিক প্রশ্ন উঠতে পারে যে রজ্জুতে যে সর্পের আরোপ হয়, সেই সর্পটি কোথা থেকে আসে? অর্থাৎ ওই সর্পটি কী দেশান্তরীয় সর্প অথবা তৎকালে উৎপন্ন কোনো নবীন সর্প? এবিষয়ে অদ্বৈত বেদান্তীদের সঙ্গে অন্যান্য দার্শনিকদের মধ্যে মতপার্থক্য রয়েছে। নৈয়ায়িকদের মতে এই সর্প দেশান্তর হতে আনিত। প্রাভাকর সম্প্রদায়ের মতেও তাই। পূর্বদৃষ্ট সর্পের যে স্মৃতি জীবের চিত্তে নিহিত থাকে সাদৃশ্যাদির দ্বারা সেই সংস্কার উদ্বুদ্ধ হলে দেশান্তরীয় সর্পই দোষবশত রজ্জুতে আরোপ হয়ে প্রত্যক্ষ হয়ে থাকে, অদ্বৈত বেদান্তীদের মতে রজ্জুতে যে সর্পকে অধ্যারোপ করা হয়, তাকে তৎকালে উৎপন্ন নবীন সর্প রূপেই স্বীকার করেন। রজ্জুর সঙ্গে সর্পের সাদৃশ্য থাকায় ওই সাদৃশ্যরূপ প্রমেয়গত দোষ এবং ভয় প্রভৃতি প্রমাতৃগত দোষের দ্বারা বল্মীকাদিতে

Scanned with CamScanner

পূর্বানুভূত যে সর্প, সেই সর্প বিষয়ক সংস্কারের উদ্রেগ হয়ে থাকে, তারপর উক্ত প্রমাতৃ চৈতন্য হতে অভিন্ন যে রজ্জু—অবিচ্ছিন্ন চৈতন্য তদাশ্রিতা বিক্ষুব্ধা (কার্যাভিমুখী) অবিদ্যা উদ্বুদ্ধ সর্প সংস্কাররূপ সহকারী কারন সহকৃত হয়ে সর্পরূপ বিষয়াকারে এবং তার জ্ঞানাকারে পরিণাম প্রাপ্ত হয়, তারপর 'এটি সর্প'— এই প্রকার জ্ঞান হয়, অতএব, অদ্বৈত বাদে আরোপ্য সর্পটি বল্মীকাদিস্থ সর্প হতে বিলক্ষণ (পার্থক্য) এবং তুলাবিদ্যার কার্য, একে দেশান্তরীয় সর্প বললে ওই সর্প হতে জীবের ভয়, কম্পাদির ব্যাখ্যা সামঞ্জস্য পূর্ণ হয় না।

অদ্বৈত বাদে বিশ্ব প্রপঞ্চও অসৎ, আরোপ কিন্তু বিদ্যমান বস্তু বা সৎ বস্তুতেই হয়ে থাকে, যে বস্তুটি বিদ্যমান নয়, যেমন — আকাশকুসুম, কূর্মরোম প্রভৃতির কোথাও আরোপ হয় না। অদ্বৈত বেদান্তীরা বলেন বিশ্বপ্রপঞ্চ আকাশ-কুসুমের মতো প্রতীতির অযোগ্য নয়। বস্তু কথাটির ব্যুৎপত্তি হচ্ছে 'বসতি, তিষ্ঠতি, সৎ, তৎ বস্তু' অর্থাৎ এর অর্থ যা আছে, যা বিদ্যমান, যা নিজের অজ্ঞানকালেও বিদ্যমান থাকে তাই বস্তু। আর যা নিজের প্রতীতিকালেই বিদ্যমান থাকে তা অবস্তু। বিশ্বপ্রপঞ্চের প্রতীতি অসম্ভব নয়। আরোপ্যমান বস্তু সৎ বা অসৎ এই ধারণা অপেক্ষিত হয় না, যদি এইরূপ ধারণা স্বীকার না করা হয়, তাহলে সংশয় বা বিপর্যয় জ্ঞানের স্মৃতির উৎপত্তি হয় না। সংশয় হচ্ছে ভ্রম জ্ঞান ও ভ্রম সংস্কার সাপেক্ষ। সংস্কার বস্তুর পূর্ব প্রতীতি মাত্র সাপেক্ষ অতএব সিদ্ধ হয় যে, বিশ্বে যে প্রপঞ্চ ভ্রম তার প্রপঞ্চের পূর্বে প্রতীতি মাত্রকেই অপেক্ষা করে এবং তাদৃশ প্রতীতি সিদ্ধই আছে।

রজ্জুতে যে সর্পের আরোপ হয় তা উভয়ের অবয়ব-গত সাদৃশ্য বলেই হয়। স্বপ্নে যে দূরতম ভ্রম হয়, শুক্তিতে যে রজতভ্রম হয় তাও সাদৃশ্য নিবন্ধন বা সাদৃশ্যগত। সাদৃশ্য ব্যতীত ভ্রম জন্মে না। রজ্জুকে কেউ রজত মনে করে না। রজতেও কারো সর্প বুদ্ধি হয় না। ভ্রম এবং প্রপঞ্চের মধ্যে কি তাদৃশ্য কোনো সাদৃশ্য আছে যার ফলে একের অন্যরূপে প্রতীতি হতে পারে? অদ্বৈতীর ব্রহ্ম দৃক্ পদার্থ; আর প্রপঞ্চ জড় দৃশ্য পদার্থ, দৃক্ এবং দৃশ্য অত্যন্ত বিলক্ষণ। ভাষ্যকার শঙ্কর নিজেই ব্রহ্ম এবং

Scanned with CamScanner

বিশ্লেষণ করেছেন। তাই যদি হয় তবে উভয়ের মধ্যে তাদাত্ম্য অধ্যাস কীরূপে সম্ভব হতে পারে?

উত্তরে অদ্বৈতী বলেন যে, যুক্তি দ্বারা আত্মা-অনাত্মার অধ্যাস সমর্থনীয় না হলেও এরূপ অধ্যাস যে হয়, তা কেউই অস্বীকার করতে পারেন না। কারণ সকলেই 'অহম্ ইদম্', 'মম ইদম্' এরূপে চৈতন্য স্বরূপ আত্মার সঙ্গে অচেতন দেহাদিকে অভিন্নরূপে অনুভব করে, বা দেহধর্মকে চৈতন্যে আরোপ করে থাকে, এই ব্যবহার হতেই বস্তুত প্রমাণিত হয় যে, সর্বত্র অধ্যাসে সাদৃশ্য অপেক্ষিত হয় না। অন্যথায় আকাশে যে তলতা মলিনতা প্রভৃতি জীব আরোপিত করে থাকে তা অসম্ভব হয়। তাই অদ্বৈত আচার্যগণ বলেছেন যে, অপরিণামী ব্রহ্মের বিবর্ত এই প্রপঞ্চ জীবের অনাদি সংস্কার বাসনা হতে উৎপন্ন হয়ে থাকে। সেখানে সাদৃশ্য থাকতেই হবে এমন নিয়ম নেই।

কেউ যদি এখানে প্রশ্ন তোলেন যে সম্মুখস্থ কোনো বস্তুতেই অন্য বস্তুর আরোপ হয়ে থাকে এবং অসম্মুখস্থ চৈতন্যেই অন্য বস্তুর আরোপ অসম্ভব — এর উত্তরে অদ্বৈত বেদান্তীরা বলেন — সর্বব্যাপী আত্মা সম্মুখে ও পশ্চাতে সর্বত্রই রয়েছে। সেই আত্মার উপর '~~অহমিদম্~~ অহমিদং', ~~মমি~~ মম ইদম্ এইভাবে দেহের আরোপ হতে কোনো বাধা নেই। বস্তু শব্দটি পারমার্থিক সত্তার বোধক, ও এই পারমার্থিক সত্তা একমাত্র ব্রহ্মেরই আছে। সেইজন্য কেবল ব্রহ্মকে বস্তু এবং অজ্ঞান ও তৎকার্য আকাশাদিকে বস্তুভিন্ন অবস্তু বলা হয়েছে। আচার্য সদানন্দ এপ্রসঙ্গে বলেছেন — "বস্তু সচ্চিদানন্দমদ্বয়ং ব্রহ্ম। অজ্ঞানাদি-সকল-জড়সমূহঃ — অবস্তু।

অধ্যাস দ্বিবিধ — অর্থাধ্যাস ও ~~জ্ঞানাধ্যাস~~ জ্ঞানাধ্যাস।

6) বেদান্ত শব্দের অর্থ কী এবং এর আলোচ্য বিষয় কী?

Or

"উপনিষদ প্রমাণং তদুপকারীণি শারীরক সূত্রাদীনি চ" — ব্যাখ্যা করো

→ বেদের অন্ত = বেদান্ত। বেদের পরম এবং চরম জ্ঞান সংকলিত আরণ্যকের পরিশিষ্ট, বেদের এই অংশটাই জগতের সর্বশ্রেষ্ঠ জ্ঞান ব্রহ্মবিদ্যার দিব্যজ্যোতি বিম্বিত। 'বেদান্তসার' গ্রন্থের তৃতীয় সূত্রে শ্রীমদ্ পরমহংস আচার্য সদানন্দ যোগীন্দ্র বলেছেন — "বেদান্তনাম উপনিষদ প্রমাণং তদুপকারীণি শারীরক সূত্রাদীনি চ", বেদের

Scanned with CamScanner

অনুকূল মহর্ষি বেদব্যাসের বিরচিত কারিকা সূত্র-বেদান্ত দর্শন ও তার ভাষ্য নিবন্ধাদিও উপনিষদের উপকারী অনুসারী বলে তাও বেদান্ত।

প্রথিতযশা বৈদান্তিক আচার্য সদের মতে, বেদের অন্ত-বেদান্ত, এই ব্যুৎপত্তি অনুসারে বেদান্ত শব্দের মুখ্য অর্থ উপনিষদ, উপনিষদের অর্থ বোধক অনুকূল সাহায্যকারী বেদান্তদর্শন, তথা উপনিষদ রাজির সার সংগ্রহ শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা বেদান্ত শব্দের তাৎপর্য জ্ঞানে সুকর হয়—

"অয়ং ব্রহ্মবিদ্যা উপনিষদ্ পদবাচ্য যৈঃ পরানাং,
সহেতোঃ সংসারস্য অত্যন্তোবসানাৎ ॥"

উপনিষদ্ শব্দটি 'উপ' ও 'নি' উপসর্গযুক্ত 'সদ্' ধাতুর উত্তর ক্বিপ প্রত্যয় যোগে নিষ্পন্ন হয়েছে, সদ্ ধাতুর তিনটি অর্থ পাওয়া যায়, (i) বিশীর্ণ করা (ii) শিথিল করা ও (iii) উন্মূলন করা, 'উপ'-এর অর্থ হল সমীপ-সমীপস্থ, 'নি'-এর অর্থ নির্বাধ, নিঃসংশয়, 'ক্বিপ'-(লুপ্ত)-এর অর্থ হল কর্তা, সুতরাং উপনিষদ-এর অর্থ দাঁড়ালো—সমীপস্থকে শিথিলকারী, মানুষের সবচেয়ে কাছে বা সমীপে থাকেন আত্মা, অতএব সমীপস্থ অর্থাৎ আত্মস্থ হল ব্রহ্মবিষয়ক অনাদিকালিক অজ্ঞান, সেই অজ্ঞানকে যিনি নির্বাধ নিঃসংশয় ও নিতান্তরূপে শিথিল করেন তিনি উপনিষদ্।

আর এক রকম অর্থও হতে পারে—যিনি জীবকে নিঃসংশয় ভাবে ব্রহ্ম সমীপে পৌঁছে দেন, তিনি উপনিষদ্, জীবকে ব্রহ্মের কাছে পৌঁছে দেবার অর্থ হবে, ব্রহ্ম ও জীবের মধ্যে দূরত্ব সৃষ্টিকারী যে অজ্ঞান, তন্মূলক যে ভ্রম, তাকে দূর করে জীব ব্রহ্মের ঐক্য সম্পাদন করা। উপনিষদ্ অজ্ঞান ও তজ্জন্য ভ্রম নাশ করেন,

উপনিষদরাজির প্রতিপাদ্য ব্রহ্মবিদ্যা অর্থাৎ আত্মতত্ত্ব জ্ঞান মানবের মুক্তির একমাত্র উপায়, কর্ম মুক্তির কারন নয়, কর্মফল বিনাশী, ব্রহ্মবিদ্যা যে বেদবিদ্যা অর্থাৎ কর্মবিদ্যা থেকে শ্রেষ্ঠ এবিষয়ে উপনিষদ্ সমূহে মতভেদ নেই, তবে যাগযজ্ঞাদি কাম্য কর্মের মুক্তির কারন না হলেও ব্রহ্মবিদ্যা লাভের সোপান স্বরূপ।

জগতের এই সর্বশ্রেষ্ঠ প্রজ্ঞান যে জ্ঞানের উপলব্ধিতে বিশ্বস্রষ্টা বিশ্বনিয়ন্তা পরব্রহ্মের সাথে মানবাত্মা আত্মার অভেদ জ্ঞানে জন্মে, নশ্বর জগতে মানব অমরত্ব লাভ করে, নানা প্রহেলিকার মোহান্ধকার অপসারণকারী ব্রহ্মবিদ্যা উপনিষদের অনন্ত রত্নাকরেই সমাহিত, এইজন্য উপনিষদরাজি বেদান্তের শ্রুতি প্রস্থান।

Scanned with CamScanner

ব্রহ্মসূত্র (শারীরিক সূত্র); স্মৃতি প্রস্থানে – শ্রীমদ্ভগবতগীতা।

এক্ষেত্রে শারীরিক সূত্র বা ব্রহ্মসূত্রকে যে বেদান্তের তোগাত্ম বলা হয়েছে তা আলোচনীয়। শারীরক শব্দের অর্থ হল- "শারীরে ভব। শারীরমেব শারীরকম্," [redacted] – এই ব্যুৎপত্তি অনুসারে অর্থ হল, শারীরে যিনি আছেন তার বিষয়ে সূত্রার্থক গ্রন্থ। শারীরে যিনি আছেন বা যা আছে বলতে আত্মা– ব্রহ্মকে বোঝানো হয়েছে। কারন শারীরে আছেন এর অর্থ এখানে শারীরা-ভেদ ব্রহ্মের বিষয় হওয়া। এই গ্রন্থের অপর নাম ব্রহ্মসূত্র। এর রচয়িতা বাদরায়ণ ব্যাস।

ন্যায় দর্শনে যেমন প্রতিজ্ঞা, হেতু, উদাহরণ ইত্যাদি বিচার পদ্ধতি ক্রমে অনুমানের সীমা, আক্রমে সিদ্ধান্তের স্থাপিত করে, বেদান্ত দর্শন তেমনই বিচার, সন্দেহ, সংগতি, পূর্বপক্ষ সিদ্ধান্ত এই পঞ্চাবিধ প্রকারে ব্রহ্মসূত্র বিচার করে সিদ্ধান্ত সুপ্রতিষ্ঠিত করেছেন। – এইজন্য বেদান্ত দর্শনে ন্যায় প্রস্থান।

গীতা মাহাত্ম্যে উক্ত হয়েছে– "সমস্ত উপনিষদ গাভী শ্রীকৃষ্ণ দোহন কারী; অর্জুন, ব্যাস, সুধীগণ ভোক্তা গীতামৃত উপাদেয় দুগ্ধ" এইজন্যই উপনিষদরাজির জ্ঞানের আরম্ভ কলনে শ্রীমদ্ভগবত-গীতা ও বেদান্ত।

আচার্য শঙ্কর গীতাভাষ্যে উপনিষদ এর অনুসরণ করে অদ্বৈতবাদ পরমাত্মবোধই মুক্তির কারন বলে নির্দেশ করেছেন। তার মতে নির্গুণ উপাসকগণ ব্রহ্মস্বরূপ হন। শ্রীধর স্বামীর মতে ভক্তি মুক্তির কারন, জ্ঞান ভক্তির অনুগত, শঙ্করাচার্য বলেন, জ্ঞানেই সাক্ষাৎ মুক্তির কারন। ভক্তি পরম্পরা আবির্ভাবমান। গীতায় শ্রীভগবান বলেছেন– ভক্তির প্রভাবে আমাকে যথার্থরূপে জানতে পার, কিন্তু জ্ঞানের তুল্য পবিত্র কিছুই নেই, সুতরাং, জ্ঞানের শ্রেষ্ঠতাই স্বীকৃত। উপনিষদও বলেন – ব্রহ্মজ্ঞান ভিন্ন মুক্তি সম্ভব নয়। ভক্তি জ্ঞানলাভের সোপান স্বরূপ; পরমাত্মা জানলেই মৃত্যুকে অতিক্রম করা যায়। এইজন্য সর্বজন কল্যানে সমুজ্জ্বল দীপ্তমান শ্রীমদ্ভগবতগীতা বেদান্তের স্মৃতি প্রস্থানে। এই তিন প্রস্থান নিয়েই বেদান্তের সম্পূর্ণতা।

নীহার কান্তি মজুমদার
M 0434403533

Scanned with CamScanner

অনুবন্ধ বলতে কী বোঝ? এর প্রকারভেদগুলি সম্পর্কে আলোচনা করো।

যার জ্ঞান গ্রন্থে পুরুষের প্রবৃত্তি হেতু হয়, তাকে অনুবন্ধ বলে। অনুবন্ধ কথার অর্থ নিমিত্ত। "গ্রন্থে শাস্ত্রে বা পুরুষান্ অনুবধ্নন্তি যে তে অনুবন্ধাঃ" - এই ব্যুৎপত্তি হতে অনুবন্ধ শব্দের এইরূপ অর্থই লাভ করা যায়। কোনো শাস্ত্রে বা গ্রন্থ অধ্যয়নের জন্য কোনো ব্যক্তিকে আকৃষ্ট করতে হলে ঐ শাস্ত্র বা গ্রন্থ সম্বন্ধে তাকে যা যা জানানো প্রয়োজন, সেই সব আকর্ষণ নিমিত্তই হল অনুবন্ধ। তাই গ্রন্থের সূচনাতে অনুবন্ধ জানাবার রীতি ছিল প্রাচীন ভারতে।

সব শাস্ত্র বা গ্রন্থেরই অনুবন্ধ হল চারটি - অধিকারী, বিষয়, সম্বন্ধ, প্রয়োজন। তাই আচার্য সদানন্দ যোগীন্দ্র বলেছেন- "তত্রানুবন্ধো নাম অধিকারী-বিষয়-সম্বন্ধ-প্রয়োজনানি।" নিম্নে অনুবন্ধ চতুষ্টয় আলোচিত হচ্ছে:-

অধিকারী → বেদান্ত শাস্ত্রের অধিকারী সম্বন্ধে আচার্য সদানন্দ যোগীন্দ্র বলেছেন - "অধিকারী তু বিধিবদধীত-বেদ-বেদাঙ্গত্বেন আপাততোঽধিগতাখিলবেদার্থোঽস্মিন্ জন্মনি জন্মান্তরে বা কাম্য-নিষিদ্ধ-বর্জন-পুরঃসরং নিত্য-নৈমিত্তিক-প্রায়শ্চিত্তোপাসনানুষ্ঠানেন নির্গত-কল্মষতয়া নিতান্ত-নির্মল-স্বান্তঃ সাধন-চতুষ্টয় সম্পন্নঃ প্রমাতা।।৬।।" অর্থাৎ যিনি বিধিমত বেদ, বেদান্ত, বেদাঙ্গ যথানিয়মে অধ্যয়ন করে তার অর্থ অনুধাবন করেছেন। ইহজন্মে ও জন্মান্তরে কাম্য কর্ম ও নিষিদ্ধ কর্ম বর্জন করে প্রতিদিন নিত্য-নৈমিত্তিক প্রায়শ্চিত্ত ও উপাসনার কর্মের দ্বারা কল্মষমুক্ত হয়েছেন। যিনি সাধন চতুষ্টয় সম্পন্ন হন এবং প্রমাতা অর্থাৎ পরমাত্মা-স্বরূপ উপলব্ধি করেন সেই ব্যক্তিই বেদান্ত শাস্ত্রের উপযুক্ত অধিকারী।

শাস্ত্র বহু প্রকার। মানুষও বিচিত্র রুচি সম্পন্ন। কেউ ধর্ম চায়, কেউ অর্থ চায়, কেউ ভোগ চায়, কেউ বা মোক্ষ চায়। অর্থ-ধর্মাদির এই আকাঙ্ক্ষা অনুসারেই তো প্রতিপাদক শাস্ত্র বা গ্রন্থে মানুষ প্রবৃত্ত হয়। কিন্তু সর্বত্র আকাঙ্ক্ষা বা প্রয়োজন বোধই অধিকারের হেতু নয়, ধর্মাদি লাভের যোগ্যতা অর্জন করতে হয়, বিশেষত বেদান্ত মোক্ষ শাস্ত্র। এই মোক্ষশাস্ত্র যা বলে তা বহুলাংশে চিরায়ত সংস্কারের বিরোধী। জীব যে ক্ষুদ্র, বহু এবং জন্ম মরণাদি ধর্মবান - এটি প্রত্যক্ষাদি প্রমাণসিদ্ধ। অথচ বেদান্ত শাস্ত্র বলে জীব অসীম এক এবং জন্ম মরণাতীত, নির্ধর্মক চেতন-মাত্র। এই অনুভব বিরুদ্ধ তত্ত্বকে স্বীকার করা এবং তাকে

Scanned with CamScanner

অবলম্বন করে সুদুর্গম জ্ঞানমার্গে অগ্রসর হওয়া শ্রদ্ধাহীন, বৈরাগ্যহীন প্রপঞ্চ অতত্ত্বমতি পুরুষের পক্ষে দুষ্কর। তাই উক্ত হয়েছে -

"বেদান্তে পরমং গুহ্যং পুরাকল্পে প্রচোদিতম্।
ন প্রশান্তায় দাতব্যং না পুত্রায় না শিষ্যায় বা পুনঃ।।"

যথার্থ এই পরম গুহ্যবিদ্যার অধিকারী দুর্লভ। কী দৃশ্য ব্যক্তি এই বিদ্যার অধিকারী হতে পারেন? এর উত্তরে সদানন্দ বললেন -
"অধিকারী তু .... প্রমাতা।।"

বিষয় → এই বেদান্তে দ্বিতীয় অনুবন্ধ অর্থাৎ বিষয় হচ্ছে - "জীব ব্রহ্মৈক্যং শুদ্ধ - চৈতন্যং প্রমেয়ং তত্রৈব বেদান্তানাং তাৎপর্যাৎ।" অর্থাৎ জীব ও ব্রহ্মের ঐক্য লক্ষণ শুদ্ধচৈতন্য বিষয়। 'তত্ত্বমসি' শ্রুতিতে জীবকেই ব্রহ্ম বলা হয়েছে। জীব ও ব্রহ্ম ভিন্ন নয়, তাদের গৌণ অভেদও শ্রুতি তাৎপর্য নয়; মুখ্য অভেদই শ্রুতি প্রতিপাদ্য। জীব অজ্ঞানবশত আত্মস্বরূপ বিস্মৃত হয়েছে। আত্মস্বরূপ বিস্মৃত হওয়াতেই একজন রাজপুত্র হয়েও সে ব্যাধ পুত্রের মতো দীনভাব প্রাপ্ত হয়েছে। সংসার জলধিতে পিপীলিকাবৎ দেববশাৎ নিক্ষিপ্ত। এই দীনদুঃখী জীবকে উদ্দেশ্য করেই শ্রুতি বলেছে - 'তুমি নিজেকে যেমনটি ভাবছ তেমন নয়, তুমি স্বয়ং ঈশ্বর - তুমি অবিনাশী, তুমি চেতন, তুমি আনন্দ, অনন্ত ব্রহ্ম'। ত্বম্ পদার্থ জীব আর তৎ পদার্থ ঈশ্বর যে একই - উভয়েই যে বিশুদ্ধ চৈতন্য, এই কথাটি ~~নানাভাবে~~ নানা শাস্ত্রে নানাভাবে প্রতিপাদিত হয়েছে।

সম্বন্ধ → সম্বন্ধ প্রসঙ্গে আচার্য সদানন্দ যোগীন্দ্র বলেছেন - "সম্বন্ধঃ তদৈক্য প্রমেয়স্য তৎপ্রতিপাদক উপনিষৎ - প্রমাণস্য চ বোধ্য বোধক ভাব লক্ষণঃ" - অর্থাৎ সেই জীব ও ব্রহ্মের ঐক্যরূপ বিষয় এবং তার বোধক উপনিষদরূপ প্রমাণের সম্বন্ধ হচ্ছে বোধ্য - বোধকভাব। শাস্ত্র প্রতিপাদক - জীবব্রহ্মৈক্য লক্ষণ অখণ্ড চৈতন্য প্রতিপাদ্য। শাস্ত্র জীব ব্রহ্মের ঐক্য উৎপাদন করে না; জ্ঞাপন করে মাত্র, সুতরাং শাস্ত্র ও ব্রহ্মের সম্বন্ধ জ্ঞাপ্য জ্ঞাপক বা প্রতিপাদ্য প্রতিপাদকভাব, যা সিদ্ধ, কিন্তু লোকে অজ্ঞাত তাকে জ্ঞাপন এবং সমর্থন করেই শাস্ত্র সার্থক হয়।

প্রয়োজন :- আচার্য সদানন্দ যোগীন্দ্র প্রয়োজন লক্ষণ প্রসঙ্গে বলেছেন - "প্রয়োজনম্ তু তদৈক্য প্রমেয়গত অজ্ঞান নিবৃত্তিঃ তৎ স্বরূপ আনন্দ অবাপ্তিঃ চ" - ব্রহ্ম ও জীবের একত্ব লক্ষণ প্রমেয়ভূত, শুদ্ধ চৈতন্যগত অজ্ঞানের নিবৃত্তি ও আত্মস্বরূপানন্দের প্রাপ্তি। অর্থাৎ জীব ও ব্রহ্মের ঐক্য জীব জানে না, সেই না জানা রূপ অজ্ঞানের নিবৃত্তি এবং জীবের

স্বরূপাগত আনন্দ লাভই হল প্রয়োজন।

মানুষ অনাদিকাল থেকে ব্রহ্মের সঙ্গে নিজের ঐক্য বিষয়ে অজ্ঞান নিয়ে আছে। সেই নিজের অজ্ঞান স্বরূপই যে আনন্দ সেটা ভুলে গিয়ে অন্যত্র জাগতিক বিষয়ের মধ্যে ব্যর্থ আনন্দানুসন্ধান করে চলেছে। কিন্তু কোনোভাবে সে যদি নিজের স্বরূপের সন্ধান পায়, তখন তাকে তার আনন্দ খুঁজতে বাইরে ছুটে বেড়াতে হয় না। স্বভাবতই সে তখন স্বরূপ লাভের জন্য উদগ্রীব হয় এবং স্বরূপের সন্ধানেই সে বেদান্ত অধ্যয়নে প্রবৃত্ত হয়। সুতরাং ব্রহ্মের সঙ্গে নিজের ঐক্য বিষয়ে অজ্ঞানের নিবৃত্তি এবং স্বরূপানন্দ প্রাপ্তির জন্য বেদান্ত অধ্যয়নটা জীবের প্রয়োজন হয়।

আচার্য সদানন্দ যোগীন্দ্র তাঁর 'বেদান্ত সার' নামক প্রকরণ গ্রন্থে এইভাবে অনুবন্ধ চতুষ্টয়ের পরিচয় দিয়েছেন।

নীহার কান্তি মজুমদার
M-943449355
সমন্বয় পল্লী, সিউড়ি